ঝিনাইদহে স্কুল শিক্ষকের বিরুদ্ধে মসজিদের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার উত্তর নারায়ণপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আলমগীর হোসেনের বিরুদ্ধে মসজিদের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। তার বিরুদ্ধে ডাকবাংলা বাজারের শতবর্ষী মসজিদ‘মাগুরাপাড়া বাইতুল মামুর জামে মসজিদ’র প্রায় ৪ লাখ ১৭ হাজার ৪’শ ৯০ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ২০১২ সালে ওই মসজিদের ম্যানেজিং কমিটির ক্যাশিয়ার ছিলেন আলমগীর হোসেন। সেই সময় মসজিদের ১১ লাখ ১৭ হাজার ৬’শ ৮০ টাকা তার কাছে গচ্ছিত ছিল। পরবর্তী বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর মসজিদ কমিটি তার কাছে টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য চাপ দেয়। কয়েকদফায় আলমগীর হোসেন প্রথমে ৬ লাখ ১০ হাজার ও পরে আরও কিছু টাকা পরিশোধ করতে বাধ্য হয়। বাকি টাকা দিতে বারবার মসজিদ কর্তৃপক্ষ তাকে চাপ দিলে তিনি নানা তালবাহানা শুরু করে। সর্বশেষ ২০২৩ সালেও একাধিকবার মসজিদ কমিটি তাকে জরুরী নোটিশ প্রদাণ করে টাকা দিতে বললে আলমগীর হোসেন লিখিত ভাবে সময় নেন। এর ৩ বছর পার হলেও আজও বকেয়া ৪ লাখ ১৭ হাজার ৪’শ ৯০ টাকা পরিশোধ করেন নি তিনি।

এব্যাপারে মসজিদ কমিটির বিদায়ী সেক্রেটারী ওলিয়ার রহমান বলেন আমি দ্বায়িত্বে থাকাকালীন সময়ে মসজিদের টাকা চেয়ে তার কাছে চিঠি দিয়েছিলাম কিন্তু তিনি টাকা পরিশোধ করার ব্যাপারে কোন কথা বলেন নি।

বর্তমান সেক্রেটারী হাজী শামসুল ইসলাম বলেন, আলম মাস্টারের কাছে কত টাকা মসজিদ কমিটি পাবে তার হিসাব আমার কাছে নেই।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই এলাকার এক মুসল্লী বলেন, মসজিদ কমিটির সভাপতি বারী মন্ডল আলমগীর মাস্টারের কাছ থেকে টাকা আদায়ে উদাসীনতা দেখাচ্ছেন। তিনি আরও বলেন বারী মন্ডল যোগসাজস করে পুরো টাকা আত্মসাতের পায়তারা করছে। এছাড়াও বর্তমান মসজিদ কমিটির সহ-সভাপতি বিএনপি নেতা আব্দুর রহমান কামাল অভিযুক্ত শিক্ষক আলমগীর হোসেনের আপন ভাই হওয়ায় টাকা আদায়ে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে

বলেও অভিযোগ উঠেছে।

টাকার বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে বিএনপি নেতা আব্দুর রহমান কামাল। তিনি বলেন সকল টাকা নাকি পরিশোধ হয়েছে। কিন্তু আলমগীরের কাছে এখনও মসজিদের টাকা আছে বলে সত্যতা স্বীকার করেছেন সভাপতি বারী মন্ডল।

এ ব্যাপারে অভিযুক্ত আলমগীর হোসেন মাস্টার বলেন, কাগজপত্রে একটু সমস্যা ছিলো। টাকা সব পরিশোধ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে মসজিদের টাকা আত্মসাৎ ও মাটি বিক্রির প্রতিবাদে মানবন্ধন

মেহেরপুর সদর উপজেলার আশরাফপুর চালতলাপাড়া জামে মসজিদের অর্থ আত্মসাৎ ও মসজিদের জমির মাটি অবৈধভাবে বিক্রির অভিযোগে কাজী হাবিবুর ইসলাম বাবলুর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) সকাল ১১ টাই জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে আশরাফপুর চালতলাপাড়া জামে মসজিদ কমিটি ও এলাকাবাসীর উদ্যোগে এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, কাজী হাবিবুর ইসলাম বাবলু দীর্ঘদিন ধরে মসজিদের অর্থ আত্মসাৎ করে আসছেন। সম্প্রতি তিনি মসজিদের জমির মাটি অবৈধভাবে বিক্রি করে সেই অর্থও আত্মসাৎ করেছেন বলে দাবি করা হয়। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সম্পদ নিয়ে এমন অনিয়ম কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। অবিলম্বে এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তারা।

আশরাফপুর চালতলাপাড়া জামে মসজিদ কমিটির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম জাহিদ বলেন, মসজিদের অর্থ আত্মসাৎ ও জমির মাটি বিক্রির

মতো অভিযোগ অত্যন্ত দুঃখজনক।

আমরা চাই সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য উদঘাটিত হোক এবং দোষীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

আরও বক্তব্য রাখেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল হক,আমদাহ ইউনিয়নের সেচ্ছাসেবক দলেন সম্পাদক মেহেদী হাসান জনি, তুষার, জাহিদ, ইব্রাহিম হোসেন ও আব্দুল্লাহ আল মামুন।

দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স মসজিদের ওযুখানা নির্মাণ কাজের উদ্বোধন

দামুড়হুদা উপজেলার চিৎলায় অবস্থিত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স মসজিদের নতুন ওযুখানা, টয়লেট এবং ইমামের থাকার কক্ষ নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার উবায়দুর রহমান সাহেল এবং উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনামসজিদের কর্মকর্তা ডা. মোঃ মশিউর রহমান এ নির্মাণকাজের উদ্বোধন করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ক্যাশিয়ার জাহাঙ্গীর আলম, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ইপিআই) ফারুক হোসেন, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর নিয়ামত আলী, উপজেলা বিএনপির সাবেক প্রচার সম্পাদক আশরাফুল আলম বাবলু, সুধীজন আব্দুল খালেক, মকবুল হোসেনসহ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

নির্মাণকাজ সম্পন্ন হলে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আগত মুসল্লিদের নামাজ আদায় ও ওজু করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা প্রকাশ করেন প্রধান অতিথি উবায়দুর রহমান সাহেল।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

গাংনীতে মসজিদের ইমামদের নিয়ে মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরের গাংনীতে বিভিন্ন মসজিদের ইমাম ও সভাপতিদের নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সকাল ১১টায় তেতুলবাড়িয়া বাজারে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় ইমাম সমিতির সভাপতি মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক সিরাজুম মনির।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত করেন মো. মাহাফুজুর রহমান।

অস্বচ্ছল ইমামদের বিনাসুদে “কর্জে হাসানা ঋণদান প্রকল্প” চালুর মাধ্যমে ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের সাবলম্বী করা এবং সমাজের দুস্থ মানুষকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের উদ্যোগের বিষয়ে আলোচনা করেন অনুষ্ঠানের আয়োজক পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক ও ইমাম সমিতির উপদেষ্টা মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন।

সভায় বক্তব্য রাখেন স্থানীয় ইমাম সমিতির উপদেষ্টা শিক্ষক মো. রমজান আলীসহ অন্যান্য ইমামগণ।

এসময় বিভিন্ন মসজিদের ইমাম, মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি, শিক্ষক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।
মতবিনিময় শেষে অস্বচ্ছল ব্যক্তিদের মধ্যে বিনামূল্যে ছাগল বিতরণ করা হয়।

ঝিনাইদহে মসজিদের জমি বিক্রির অভিযোগ সভাপতি ও ইমামের বিরুদ্ধে

ঝিনাইদহে মসজিদের জমি ইমাম ও মসজিদ কমিটির কথিত সভাপতির বিরুদ্ধে গোপনে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগের প্রমাণ পেয়ে গত বুধবার বিকালে এলাকার লোকজন ও মসজিদ কমিটির লোকজন মিটিং করে ইমামকে চাকরিচ্যুত ও সভাপতিকে অপসারণ করেছে।

ঘটনাটি ঝিনাইদহ সদর উপজেলার সাগান্না ইউনিয়নের আমেরচারা বাজারে অবস্থিত বাইতুল মামুর জামে মসজিদের।

আমেরচারা বাজারের দোকান মালিক সদস্যরা জানিয়েছেন, আমেরচারা বাজারে অবস্থিত বাইতুল মামুর জামে মসজিদের ইমাম রবিউল ইসলাম ও মসজিদ কমিটির সভাপতি সদর আলী এই মসজিদের নামে রেজিস্ট্রি ১৬ শতক জমি সানা উল্লাহ নামে এক প্রবাসীর কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন। কমিটির অন্য সদস্যদের না জানিয়ে বিক্রিত জমি ক্রেতার নামে মসজিদের পক্ষে রেজিস্ট্রিও করে দিয়েছেন সদর আলী। মোটা টাকা ঘুষের মাধ্যমে সদর সাব রেজিস্ট্রি অফিস বেআইনীভাবে এই রেজিস্ট্রি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে বলেও অভিযোগ তুলছেন ভুক্তভোগীরা।

মসজিদের মৌখিক কমিটির সভাপতি সদর মন্ডল দাতা হিসেবে এই জমি সদর সাব রেজিস্ট্রি অফিসে জমির দলিলে স্বাক্ষর করেছেন(দলিল নং- ১০৯৪০/২৫)। দলিল লেখক আমিনুল ইসলাম(সনদ নং-৭২) এই দলিল প্রস্তুত করেন এবং সাবরেজিস্ট্রার মোস্তাক হোসেন এই দলিল রেজিস্ট্রি করেন।

মসজিদ কমিটির সেক্রেটারী আরজান আলী জানান, সাগান্না গ্রামের মরহুম শুকুর আলীর তিন ওয়ারিশ সুফিয়া খাতুন, আলেয়া পারভীন ও শাহীনা পারভীন ৪৩ নং সাগান্না মৌজার ২৫-১৯৫৬ খতিয়ানের ২১২২ দাগের ১৬ শতক ধানী জমি মসজিদের নামে দান পত্র করে দেন ২০২৩ সালের ৪ জুলাই। এই জমি গোপনে মসজিদ কমিটির অন্য কাউকে না জানিয়ে সভাপতি সদর আলী ও ইমাম রবিউল ইসলাম মিলে গত সেপ্টেম্বর মাসের ২৫ তারিখে প্রবাসী সানা উল্লা নামের এক ব্যক্তির নামে রেজিস্ট্রি করে দিয়ে টাকা আত্মসাৎ করেছেন। তিনি বলেন, আমাদের না জানিয়ে একটি রেজুলেশন তৈরি করেছেন সদর আলী ও ইমাম রবিউল ইসলাম যা মসজিদের

রেজুলেশন খাতায় অন্তুর্ভুক্ত নেই। নতুন দলিলে জমির মূল্য ধরা হয়েছে ২ লাখ ৯৪ হাজার। কিন্তু মসজিদ ফান্ডে এই টাকা জমা হয়নি।

জমি ক্রেতা সানা উল্লার পিতা আকবার আলী বলেন, ২০২০ সালে মসজিদ কমিটির তৎকালীন সভাপতি-সেক্রেটারির কাছ থেকে তিনি ১ লাখ ২০ হাজার টাকায় এই জমি কিনেছেন। কিন্তু দীর্ঘদিন হয়ে গেলেও রেজিস্ট্রি করে দিচ্ছিল না।

গত সেপ্টেম্বর মাসে আমার ছেলের নামে মসজিদ কমিটির বর্তমান সভাপতি সদর আলী দাতা হিসেবে জমি রেজিস্ট্রি করে দিয়েছেন।

আকবার আলী ২০২০ সালে এই জমি কেনার কথা বললেও অনুসন্ধান করে জানাগেছে, ২০২৩ সালের ৪ জুলাই ৮৯৭০ নং দলিলে আলেয়া পারভীন, শাহীনা পারভীন ও সুফিয়া খাতুন মসজিদকে এই জমি দান করেন।

আরজান আলী জানিয়েছেন, ২০২৪ সালের ১ জুনের পরে মসজিদের আর কোন রেজুলেশন হয়নি। কমিটির সেক্রেটারী হিসাবে রেজুলেশন খাতা তার কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর আগের কমিটি ভেঙে দিয়ে মৌখিক ভাবে আরেকটি কমিটি গঠন করা হয়। সেই কমিটিতে সভাপতি হন সদর আলী এবং আমি পূনরায় সেক্রেটারী নির্বাচিত হই। এর আগের কমিটিতে সভাপতি ছিলেন মিজানুর রহমান নামের আরেক ব্যক্তি। নতুন কমিটি গঠনের পরে কোন রেগুলেশন করা হয়নি। রেজুলেশন খাতা বের করে তিনি প্রমাণও দেখান।

সদর আলী বলেন, সমস্যা মিটে গেছে। বুধবার মিটিং হয়েছে। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে জমি ক্রেতাকে টাকা ফেরত দেয়া হবে। কাউকে না জানিয়ে গোপনে কেন রেজিস্ট্রি করে দিলেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি অল্প কিছুদিন সভাপতির দায়িত্ব নিয়েছি। এই জমি অনেক আগের কমিটির সভাপতি-সেক্রেটারি মিলে বিক্রি করে রেখে গেছে। আমি কয়েক মাস দায়িত্ব নিয়েছি। ক্রেতা আমাদের কাছে জমি রেজিস্ট্রির দাবি তুললে কমিটির অন্য সবাই বলেছিল জমির সমস্যার সমাধান করা হবে। কিন্তু কোন রেজুলেশন করা হয়নি বলেও তিনি স্বীকার করেন।

মসজিদের ইমাম রবিউল ইসলাম অভিযোগের বিষয়ে কোন বক্তব্য দিবেন না বলে জানান। তার যা বক্তব্য তা মিটিংয়ে সবার সামনে বলবেন বলে জানান।

দলিল লেখক আমিনুল ইসলাম ভুয়া রেজুলেশনে জমির রেজিস্ট্রির সত্যতা স্বীকার করে বলেন, আমার কাছে মসজিদের ইমাম ও সভাপতি এসে যে কাগজ

পত্র দিয়েছে সেই আলোকে আমি দলিল প্রস্তুত করেছি। তবে আমিও পরে বুঝতে পেরেছি রেজুলেশনটি ভুয়া।

তবে ঝিনাইদহ সদর সাব রেজিস্ট্রার মোস্তাক হোসেন বলেছেন, একটি রেজুলেশনের ভিত্তিতে জমি রেজিস্ট্রি করেছি। এই রেজুলেশন সঠিক না ভুল সেটা আদালত প্রমাণ করবে। তবে এই দলিল রেজিস্ট্রির সাথে অনৈতিক লেনদেনের অভিযোগটি সঠিক নয় বলে তিনি দাবি করেন। দলিল লেখক অনিয়ম ও অসত্য তথ্য উপস্থাপন করলে তার লাইসেন্স বাতিল করা হবে।

অনৈতিক সম্পর্কের অভিযোগ, মসজিদ কমিটি থেকে অব্যাহতি

আলমডাঙ্গায় প্রবাসীর স্ত্রীর সঙ্গে এক শিক্ষকের অনৈতিক সম্পর্কের অভিযোগ উঠেছে। সালিশ বৈঠকে হাতাহাতির পর মোটা অঙ্কের টাকা লেনদেনের ঘটনায় মসজিদ কমিটির সভাপতি পদ থেকে তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

আলমডাঙ্গা উপজেলার জামজামি গার্লস স্কুলের এক শিক্ষক এবং স্থানীয় কাজী জহুরুল ইসলামের বিরুদ্ধে প্রবাসীর স্ত্রীর সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্কের অভিযোগ ওঠে। গত বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে বলে জানা গেছে।

ঘটনার জেরে শুক্রবার বিকেলে স্থানীয়ভাবে একটি সালিশ বৈঠক বসে। বৈঠকে এলাকাবাসীর উপস্থিতিতে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলাকালে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে কথাকাটাকাটি থেকে হাতাহাতির ঘটনাও ঘটে। এতে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

স্থানীয়রা জানান, অভিযুক্তদের আচরণে গ্রামজুড়ে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। প্রবাসীর স্ত্রীকে জড়িয়ে অনৈতিক সম্পর্কের অভিযোগ দ্রুত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং সামাজিকভাবে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়। গ্রামবাসীর দাবি, ওই শিক্ষকের অনৈতিক কর্মকাণ্ডের কারণে মসজিদ কমিটির সভাপতি

পদ থেকেও তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, সালিশ বৈঠকে শালিসদাররা বিষয়টি মীমাংসার চেষ্টা করলেও কোনো সুরাহা হয়নি বলে জানা গেছে। এ নিয়ে গ্রামের পরিবেশ এখনো উত্তপ্ত।

পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অন্যদিকে, বিষয়টি ধামাচাপা দিতে কিছু আর্থিক লেনদেন করেছেন বলে ওই শিক্ষক স্বীকার করেছেন।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত শিক্ষক জহুরুল ইসলামের সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ঘটনাটি সঠিক নয়। স্থানীয়রা চক্রান্ত করে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তুলে অপপ্রচার চালাচ্ছে।

আলমডাঙ্গা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জিয়াউল হক জানান, এখনও কোনো অভিযোগ পাইনি। তবে ঘটনাটি সম্পর্কে তদন্ত করা হবে। তিনি দায়ী প্রমাণিত হলে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীর গাড়াবাড়ীয়ায় মসজিদ উন্নয়নকাজে অনিয়মের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের গাড়াবাড়ীয়া বিশ্বাসপাড়া জামে মসজিদের সংস্কার ও উন্নয়নকাজে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের এডিপি প্রকল্প থেকে মসজিদটির জন্য ৪ লাখ ৭০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেওয়া হলেও নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয় মুসল্লি ও এলাকাবাসী।

অভিযোগ অনুযায়ী, ৪ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা বরাদ্দকৃত অর্থে দ্বীতল ভবনের বাহিরের অংশ প্লাস্টার, থাই গ্লাস, বারান্দার গ্রীল, চিলেকোঠার বিম তুলে ঢালাইসহ প্লাস্টার, দরজা-চৌকাঠ, বৈদ্যুতিক

তার বসানো এবং পুরো ভবনের রং করার কথা থাকলেও এখনো অনেক কাজ অসম্পূর্ণ রয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, বরাদ্দের আনুমানিক ৩ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার কাজ করে পুরো বিল তুলে নিয়েছেন। বিশেষ করে চিলেকোঠার সানসেটসহ বিম প্লাস্টার, দরজা-চৌকাঠ, বৈদ্যুতিক তার, গ্রীলের রং এবং বিল্ডিংয়ের সামগ্রিক রঙের কাজ বাকি রয়েছে। যার আনুমানিক মুল্য প্রায় ৯০ হাজার টাকা। এতে বরাদ্দকৃত অর্থের অপচয় হয়েছে বলে দাবি এলাকাবাসীর।

মসজিদ কমিটির সভাপতি তৌহিদুল ইসলাম বলেন, ৪ লক্ষ ৭০ হাজার টাকার কাজের মধ্যে এখনো আনুমানিক ৯০ হাজার টাকার কাজ বাকি। আমরা চাই দ্রুত অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করা হোক।

মসজিদ কমিটির ক্যাশিয়ার খাইরুল ইসলাম বলেন, আমাদের জানামতে, জুন মাসেই পুরো বিল উত্তোলন করা হয়েছে। অথচ প্রায় ৯০ হাজার টাকার কাজ এখনো বাকি। অসম্পূর্ণ কাজ রেখে কীভাবে পুরো বিল তোলা হলো এটি বড় প্রশ্ন। ঠিকাদারের সাথে যোগাযোগ করে বাকি কাজ করার তাগিদ দিলে তিনি গুরুত্ব দেয় নি। পরবর্তীতে কোন রকম যোগাযোগ নেই একদম লাপাত্তা।

ঠিকাদার খোকন মিয়া বলেন, কাজটি আসলে আক্তারুজ্জামান মাস্টারের কাছ থেকে নিয়েছি। রংয়ের কাজ করা হয়নি, চিলেকোঠার দরজা-চৌকাঠ সিডিউলে নেই বলে কাজ হয়নি। রংয়ের কাজ আর তার এই দুটো বাদে সব কম্প্লিট আছে তবে মসজিদ কমিটি চাইলে এগুলো করে দেওয়া যেতে পারে।

এ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী রোকনউজ্জামান বলেন, আমি বাইরে আছি, বিষয়টি নোট করেছি। পরে জানাবো তবে এখন পর্যন্ত তিনি কিছুই জানাইনি।

এ ঘটনায় স্থানীয় মুসল্লি ও এলাকাবাসীর মাঝে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। তারা দ্রুত তদন্ত করে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করার দাবি জানিয়েছেন।

মুঠোফোনে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: আনোয়ার হোসেনের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে ফোন রিসিভ না করায় মন্তব্য জানা সম্ভব হয়নি।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [